

DIGITAL EXPERIENCE

ONLINE FULL SERVICE CREATIVE AGENCY





#dexbd #dexy #dexcitingdexperience
www.chhabiwala.com/DEX
dexbdyou@gmail.com

CREATIVITY & DIGITAL, BOTH HAVE NO BOUNDARY. AND DAY BY DAY, THESE WORDS ARE BECOMING SYNONYMS TO EACH OTHER. IN THE PRESENT AND FUTURE MARKETING WORLD, EITHER CREATIVITY WITHOUT DIGITAL ENTITY/PLATFORM OR DIGITAL ENTITY/ PLATFORM WITHOUT CREATIVITY WILL HAVE NO ACCEPTABILITY, NO ENGAGEMENT, NO VALUE AND NO WORKABILITY. AND, THIS IS THE WAY THE TERM "CONTENT" IS BECOMING SO POPULAR NOW-A-DAYS.

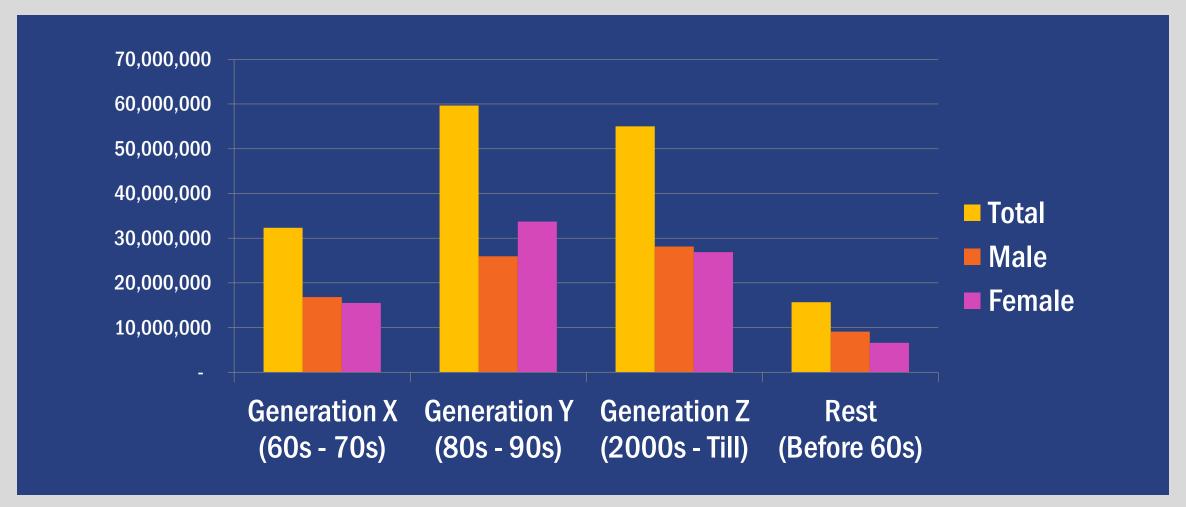
THE CONVENTIONAL ADVERTISING & COMMUNICATION HAS BEEN CHANGED A LOT IN 21ST CENTURY AND IT HAS BEEN CONTINUING EVERY DAY. A PRODUCT/SERVICE IS NOW RENDERED FOR ITS TARGET CUSTOMERS/GROUPS SPECIFICALLY BY THE CREATIVE ROUTE OF ENGAGEMENT & HAPPINESS OF ADVERTISING RATHER THAN TYPICAL WAY OF PROMOTING PRODUCT BENEFITS.

DEX MEANS "DIGITAL EXPERIENCE", IS AN ONLINE CREATIVE AGENCY FOR ANY COMMERCIAL/SOCIAL ACCOUNTS/BRANDS. WE ARE PASSIONATE ABOUT STORYTELLING FOR ANY BRAND IN ANY PURPOSE AT ANY PLATFORMS THROUGH ALL TYPES OF CONTENT DEVELOPMENT & MANAGEMENT CONTINUOUSLY.



Digital is the "seventh" sense of each human being and every existence/entity around us in the present and future world which has been already created, regularly invented and it has been evolving and exploring every second... the latest and most innovative sense in the world... now and forever...

GENERATIONAL CYCLE OF BANGLADESH



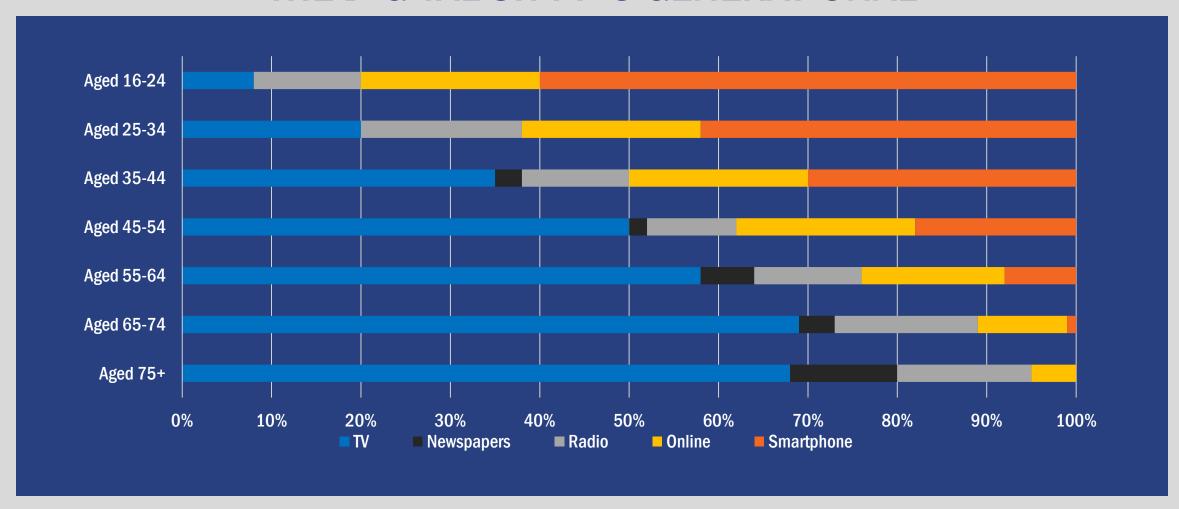
Source: Business Insider & Wikipedia, 2017.

GENERATION Y & Z OF BANGLADESH

- First Digital Native Generation/s
- Already 75% of Population and largest share of earners
- Profoundly different and frequently changing media habits
- Gen Y are the main trend setter, Millenials (Gen Z) are creating new habits and they are also following Gen Y.
- Gen X are in the leading position those have both experiences of analogue life and digital life, so they are executing the decision by creating rooms for the Gen Y and Gen Z respectively.
- Apart from Social Media, Gen X, Y and Gen Z are comfortable with App/Web Based any Services such as Entertainment, Educations, Offices, Utilities, etc.
- Recently, Bangladesh has its own Communication Satellite too.

Source: Business Insider & Wikipedia, 2017.

THE DIGITAL SHIFT IS GENERATIONAL



Source: Business Insider & Wikipedia, 2017.



SO HERE IS THE GLIMPSE AT THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF MEDIA OF BANGLADESH

USERS & USAGES OF DIGITAL IN BANGLADESH

Million Internet Subscribers with 35% Active Million **Mobile Internet Subscribers with 42% Active** Million Mobile Phone Subscribers with 102 Millions Active Million **Smart Phone Users/Sold** Million Facebook Users (86% from Mobile) with only 70% (6 Lacs Daily) Active Users Million **YouTube Viewres with 0.7 Million Active Viewers** Million LinkedIn Profile Holders with 80k Active Holders Million **Overall Social Media Users in Bangladesh**

Source: BTRC, Facebook, LinkedIn, Light Castle Partners and Hoot Suite, 2018.

FACEBOOK USERS/INTEREST DISTs. IN BANGLADESH

Districts	Total
Dhaka	19,269,060
Chittagong	6,370,140
Barisal	2,202,360
Khulna	1,796,630
Sylhet	3,519,660
Bogra	1,088,290
Comilla	2,030,050
Rajshahi	1,591,480
Rangpur	650,530
Dinajpur	573,120
Mymensingh	858,220
Noakhali	570,790
Cox's Bazar	1,870,460
Kushtia	605,610
Jessore	676,000

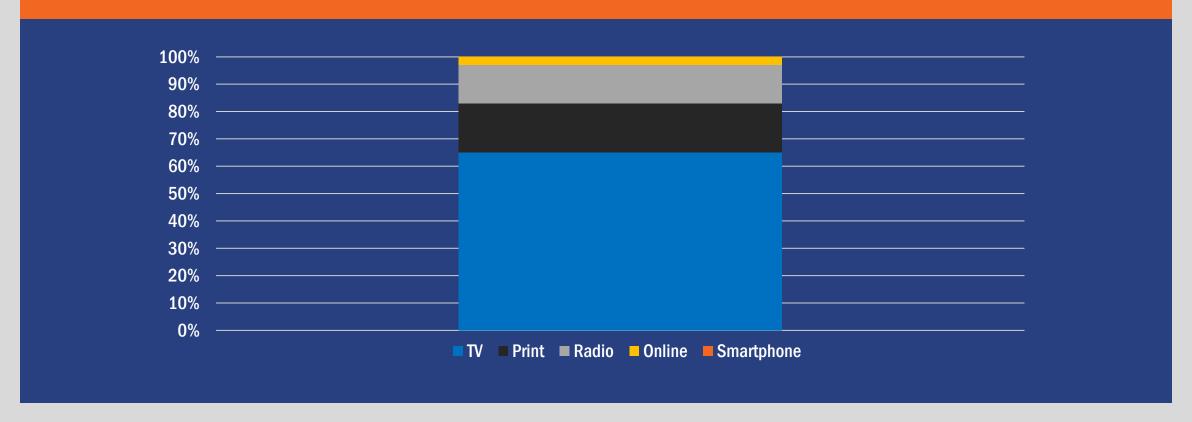
Source: Facebook, 2016.

FACEBOOK USERS/INTEREST AREAS IN DHAKA

Areas	Total
Uttara	2,384,620
Gulshan	2,030,610
Banani & DOHS	3,134,000
Baridhara, Bashundhara & DOHS	1,103,470
Mohakhali & DOHS	561,800
Mirpur & DOHS	4,966,140
Mohammadpur	732,100
Dhanmondi & Kolabagan	3,477,440
Moghbazar	112,170
Dhaka University, Azimpur & New Market	3,130,550
Old Dhaka & Gulistan	968,400
Motijheel	433,610
Malibag & Khilgaon	315,120
Rampura, Banasree & Badda	1,193,430
Tejgaon	182,070

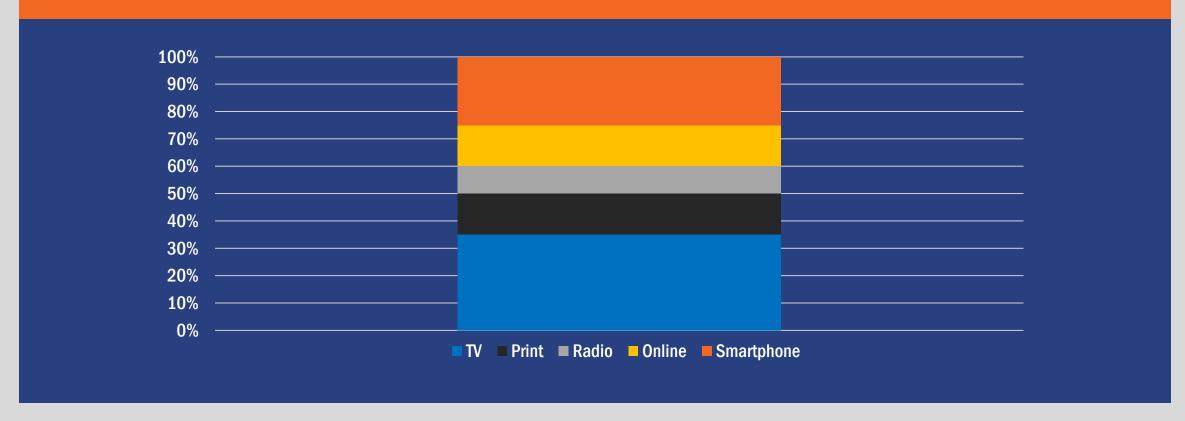
Source: Facebook, 2016.

THE PAST (~ 2000): 3% DIGITAL



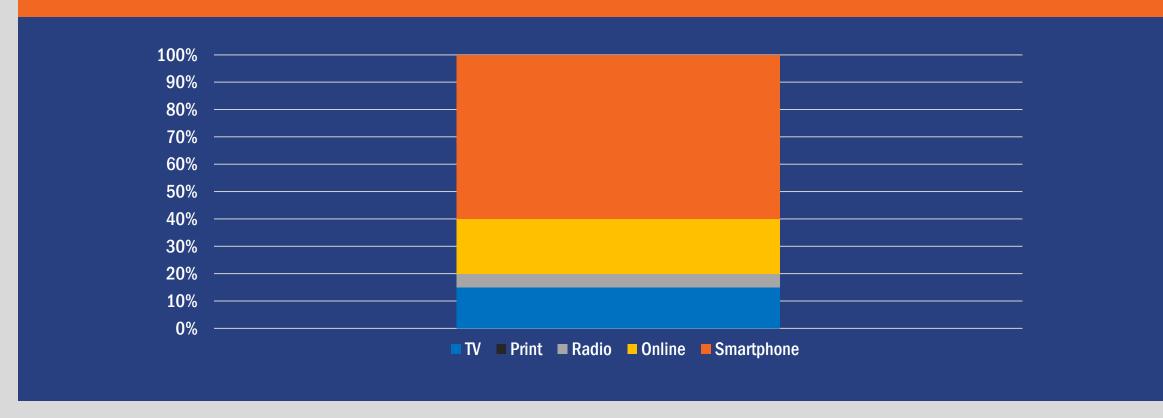
Source: Business Insider, 2016

THE PRESENT (~ 2014): 40% DIGITAL



Source: Business Insider, 2016

THE FUTURE (~ 2030): 80% DIGITAL



Source: Business Insider, 2016



SERVICES



Facebook Page with
Content Design,
Development,
Management &
Community Building

And, Boosting, Monitoring & Targeting

Google, Instagram,
LinkedIn & Twitter with
Content Design,
Development and
Community Building

And, Boosting, Monitoring & Targeting



APP Design and
Development
(Dynamic/Static) for both
Android & IOS Version
including (if) Domain &
Hosting with Security
Certificate

WEB Design and
Development
(Dynamic/Static) for both
Mobile & PC Version
including (if) Domain &
Hosting Domain & Hosting
with Security Certificate

SERVICES





GOOGLE Ads for all devices by AdWords,
AdWords Express and/or Ad Manager including
YouTube Monetization &
Over the Top Ads

SEO & SEM by AdWords, AdWords Express and/or Ad Manager

E-MAIL & SMS MARKETING

VIBER & WHATSAPP
MARKETING

SERVICES

Content Marketing

Digital Experience Management

Digital Marketing Planning & Strategy

Digital Marketing Campaign

Paid Digital Media (Local & Intl.)

Video Making with Digital Monetization

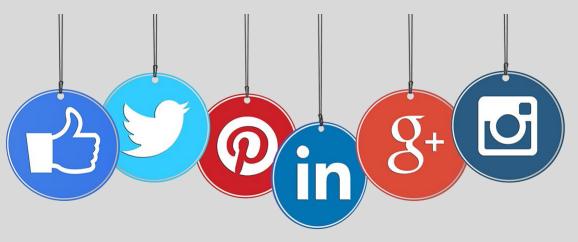
Live FB & YouTube Campaign

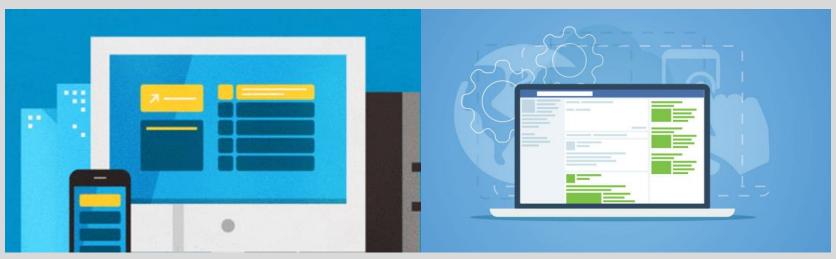
Celebrity
Management for
Social Media
Sharing

SHOW ADS IN ALL DIGITAL DEVICES & PLATFORMS



SHOW ADS IN ALL SOCIAL MEDIUMS





CREATE & SHOW NATIVE ADS IN ALL DIGITAL PUBLISHERS

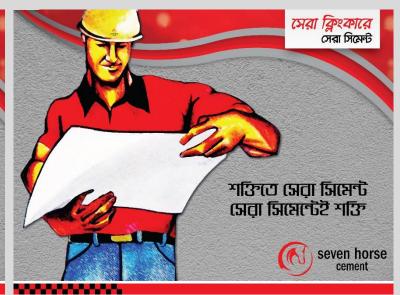




PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2016 - 2019)













PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2016 - 2019)













PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2016 - 2017)







PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2016)





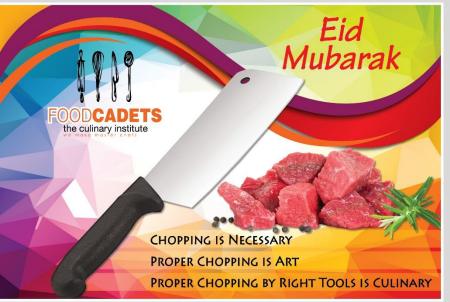




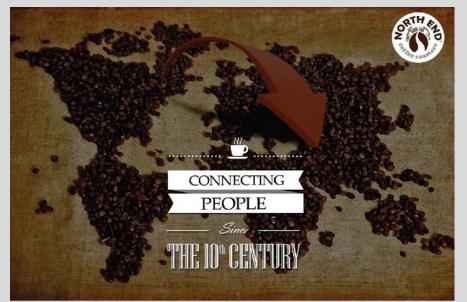
PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2016)



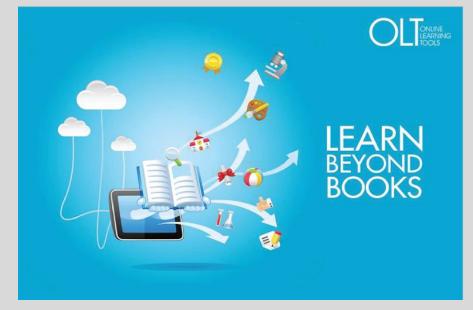




PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2016)







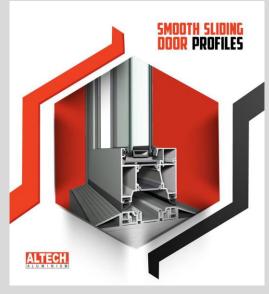


PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2016 - 2018)











PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2016 - 2018)







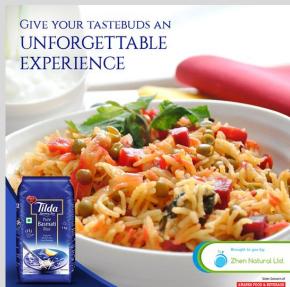


PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017)













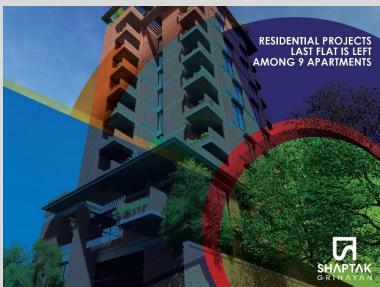
PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017 - 2019)













PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2017 – 2019)







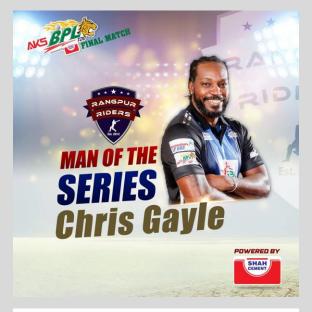






PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017 - 2019)













PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017 - 2019)













PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017)











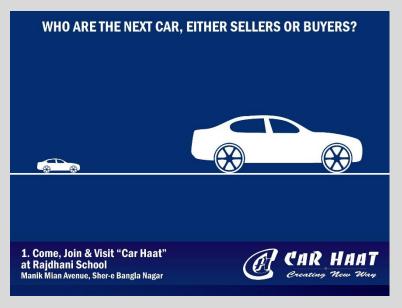


PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2017)



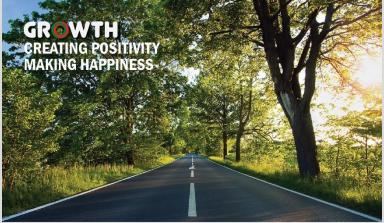






PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017 - 2018)





















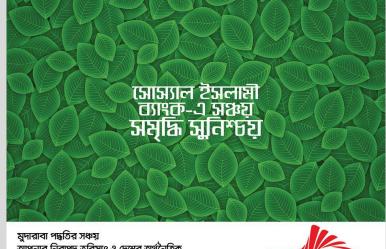
INTERNET BANKING: BANK WITH US AND LOG IN Managing Money Anytime & Anywhere (*Conditional)



PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2017 – 2018)



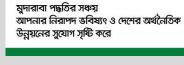






IOURNEY TOWARDS EXCELLENCE





আপনার নিরাপদ ভবিষ্যৎ ও দেশের অর্থনৈতিক

উনুয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে





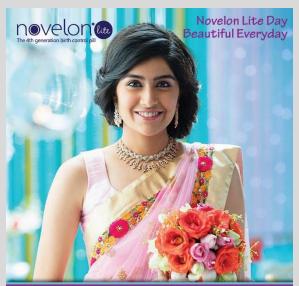


PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017 - 2019)















PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2017 - 2019)













PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2018 - 2019)













PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2018)





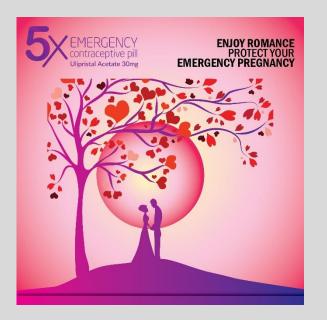




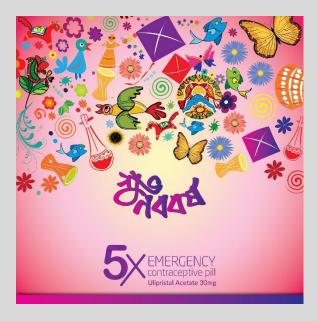




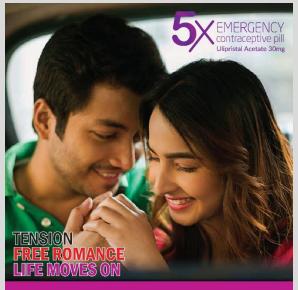
PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2018 – 2019)













PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2018 - 2019)

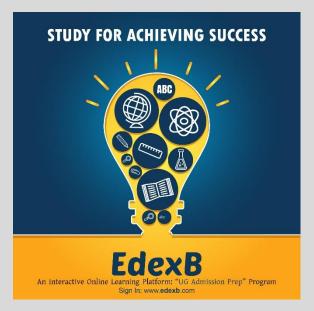


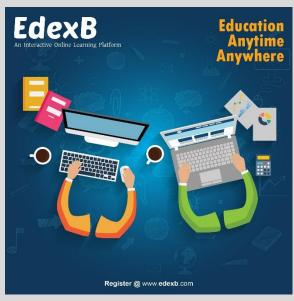




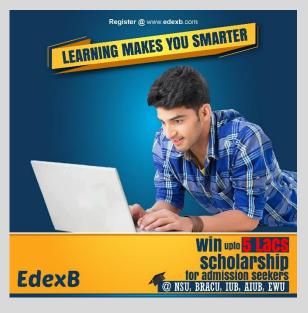


PORTFOLIO - FB PHOTO ADs (2018 - 2019)



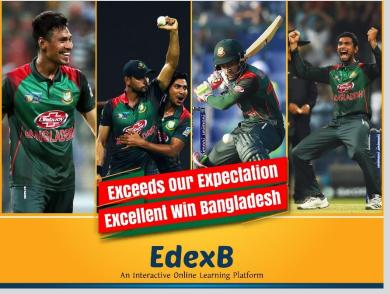












PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2019)









PORTFOLIO – FB PHOTO ADs (2019)













PORTFOLIO – GOOGLE DISPLAY ADs (2019)











PORTFOLIO – LINKEDIN UPDATE ADs (2018)



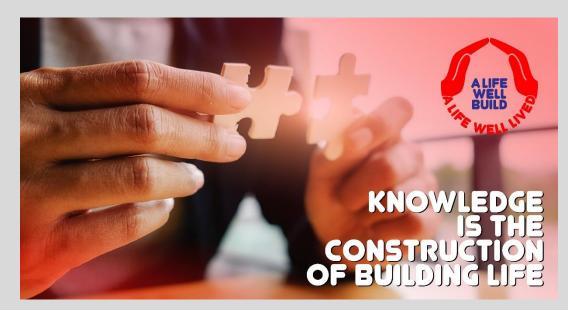


Born to Bulld





PORTFOLIO – LINKEDIN UPDATE ADs (2019)









PORTFOLIO – SHAH CEMENT Nirmaney Aami App UX & UI (2018 – 2019)







PORTFOLIO – SHAH CEMENT Nirmaney Aami App UX & UI (2018 – 2019)



ভবন বা বাড়ি ডিজাইন ও নির্মাণকাজ শুরুর পূর্বশর্ত হচ্ছে জমির মাটি পরীক্ষা করে নেয়া। নিরাপদ ও ঝুঁকি– মুক্ত বাসন্থান নির্মাণে অবশ্যই দক্ষ প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে মাটি পরীক্ষা করাতে হবে।

অনেকেই মনে করে থাকেন পাশের জমির মাটি জালো থাকলে আর নতুন করে মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কাছাকাছি জায়গাতেও জমির ডমিরুপ আলাদা হতে পারে।

এছাড়া আরও তিনটি কারণে অবশ্যই মাটি পরীক্ষা করাতে হবেঃ

- প্রথমত ফাউডেশন এর প্রয়্যোজনীয় শক্তিমাত্রা নিরূপণ:
- দ্বিতীয়ত পাইলিং এর প্রয়োজনীয়তা; এবং
- ততীয়ত সঠিক নির্মাণ ব্যয় নিরুপন।

এবার আসা যাক ভূমি জরিপ প্রসঙ্গে। স্থাপনার ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্বে আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ ভূমি জরিপ।

প্রথমেই কোন অভিজ্ঞ ভূমি জরিপ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ডিজিটাল ভূমি জরিপ করে নিতে হবে। জমির সঠিক অবস্থান ও সাইজ জানার জন্য এর বিকল্প নেই।

জমি জরিপ ফলাফল পাওয়ার পর নিবন্ধিত কোন আর্কিটেন্ট ফার্মকে দিতে হবে। আপনার দেয়া যাবতীয় তথ্যের আলোকেই তিনি "বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিশুং কোড" অনুযায়ী ও রাজউক বা আপনার এলাকার সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে ডিজাইন শুরু করবেন।



পাইলিং মূলত স্থাপনার নিচের গভীর ফাউডেশন। পাইলিং এর প্রয়োজনীয়তা সয়েল টেস্ট রিশোর্টের মাধ্যমে জানা যায়।

চলুন জেনে নিই, কেন পাইলিং করতে হয়?

- প্রথমত পাইলিং ভবনের ভার বহন করে এবং ভবনের লোডকে মার্টির শক্ত স্তুরে পৌছে দেয়।
- দ্বিতীয়ত যে সকল স্থানের মাটি সঠিক গঠনের নয়, মাটির পর্যাপ্ত ভারবহন ক্ষমতা নেই, সেসব স্থানে সাধারণ ফাউডেশন দুর্বল হয়। এইসব স্থানে পাইলিং প্রয়োজন হয়।
- তৃতীয়ত ভবনের চাপে মার্টির সরে যাওয়া বা ক্লয় হয়ে যাওয়া রোধ করে।

আমাদের দেশে দুরকম পাইলিং প্রচলিত, "প্রি-কাস্ট" পাইলিং আর "কাস্ট ইন সি টু" পাইলিংঃ



"প্রি–কাস্ট" পাইলিং আগে থেকে তৈরি করে সাইটে আনা হয়। এর আকৃতি গোলাকার বা বর্গাকার হতে পারে।



"কাস্ট ইন সি ট্র" পদ্ধতিতে সাইটেই পাইল প্রস্তুত এবং খ্যুণন করা হয়। এই পাইলটি প্রথমে নকশার লে-আউট অনুযায়ী বোরিং করে তারপর লোহার খাঁচা চুকানোর পর ঢালাই করে নির্মাণ করা হয়। এর আকার সব সময় গোলাকার হয়ে থাকে। "কাস্ট ইন সি ট্র" পাইলিং নির্মাণে কংক্রিট কাভার অর্থাৎ মূল ঢালাই থেকে রড কত ভেতরে থাকবে, সেটার পরিমাণ ৩ ইঞ্চি হবে।

সয়েল টেস্ট ও সাইট পর্যবেক্ষন করে কোন ধরনের পাইলিং লাগবে এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারের সিদ্ধান্মই চডান্ত।



আমাদের দেশে কংক্রিটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হল ব্রিক চিন্স, যা খোয়া নাঝে পরিচিত। ঢা– লাইয়ের শক্তিমাত্রা অনুযায়ী খোয়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এখন আমরা এই খোয়ার বিষয়ে আরও বিস্তারিত জেনে

পিকেড ইট থেকেই মুলত খোয়া তৈরি হয়, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ইট যেন অবশ্যই ডালো করে পোড়ানো হয়। প্রথম শ্রেণীর ইট থেকেও খোয়া তৈরি করা যেতে পারে।

সময় বাচাতে হাতে ভাংগার পরিবর্তে এখন মেশিনে ভাংগা খোয়াই বহুল ব্যবহৃত হয়, তবে সঠিক মাপের জালি ব্যবহার করতে হবে যেন খোয়ার সাইজ ঠিক থাকে।

- যে কোন ঢালাইয়ের কাজে পৌনে এক ইঞ্চি সাইজের খোয়া ব্যবহার করতে হবে।
- জলচ্চাদ বা সরকির ক্ষেত্রে খোয়ার সাইজ হবে ১/৪ ইঞ্চি।



খোয়া ব্যবহারে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবেঃ

- খোয়ার সুরকি গুঁড়ো যেন ঢালাইয়ের সাথে না মিশে যায় সেজন্য ভালো করে ঢালনি দিয়ে চেলে নিতে হবে।
- 🕨 কোনও ময়লা বা ঘাস লতাপাতা থাকা যাবে না।
- 🕨 পানিতে ধুয়ে ভলোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।



কংক্রিটের সাথে রডের মজবুত বন্ধনই নিশ্চিত করে স্থাপনার দৃঢ়তা। তাই ভবন তৈরীতে ডালো রড ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

এখন আমরা নির্মাণ কাজে কোন সাইজের এবং কোন ধরণের রড ব্যবহার করা হয় সেটি জেনে নিবোঃ

স্থাপনার স্ট্র্যাকচারাল ডিজাইন অনুযায়ী রডের সাইজ নির্মারিত হবে। বাড়ি নির্মাণের কাজে সাধারনত ৮, ১০, ১২, ১৬, ২০ মিলি রড ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বহুতল ভবন, ফ্লাইওডার একং ব্রীজে আরও বড় ডায়ামিটার অর্থাণ ২৫ মিলি, ৩২ মিলি, ৪০ মিলি সাইজের রড



শ্লেইন রডের পরিবর্তে নির্মাণ কাজে এখন ডিফর্মড রড ব্যবহৃত হয়। এই রড কংক্রিটের সাথে মজবুত বন্ধন তৈরী করতে সহায়ক।

মার্কেটে তিন গ্রেডের রড আমরা দেখতে পাই, ফোরটি গ্রেড, সিক্সটি গ্রেড এবং 500W TMT Barl

500W TMT Bar উচ্চ মান সম্পন্ন এবং এর সর্বোচ্চ শক্তিমাত্রা ৭২,০০০ শিঃসাআই। ছুমিকম্প ও দুর্যোগাসহনীয় এই উচ্চ মান সম্পন্ন রড নির্মাণ কাঞ্জে এখন বহুল বাবক্রস।

মানসন্মত রড নিশ্চিত হওয়ার জন্য লক্ষ্যনীয় বিষয়গুলি হলঃ

- 🕨 রডের গায়ে ব্র্যাডের নাম গ্রেডসহ উল্লেখ থাকবে।
- বিএসটিআই অনুমোদিত সীল থাকবে ।
- ভালো মানের রক্ত ৯০ থেকে ১৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড করা যাবে এবং পুনরায় সোজা করা যাবে।
- রিবেড বা পুনরায় সোজা করার পর কোন ক্র্যাক দেখা যাবে না।
- দেশের অধিকাংশ প্রকোশল বিসুবিদ্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকোশল অধিদপ্তর এর পরীক্ষাগারে রডের মান যাচাই করার সুযোগ রয়েছে।



নির্মাণকাজে বাহিক গৌন্দর্য্য অনেকটাই নির্ভর করে রঙের উপর। বঙ করার পূর্বে অবশ্যই দেয়াল ভালভাবে শুকিয়ে ও পুটিং করে নিতে হবে। বাজারে বিভিন্ন ব্রাচেনর ও বিভিন্ন টাইপের বঙ পাওয়া যায়। জায়গা ও প্রয়োজন ব্রবে। এই বঙ বৈছে নেয়া হয়।

চলুন আমরা প্রচলিত কিছু রঙ ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জেনে নেইঃ

- ভবনের বাইরের রঙ ওয়েদার কোট হিসেবে বেশি পরিচিত। এ ধরনের রঙ বিরুপ আবহাওয়া ও ধুলাবালির হাত থেকে আপনার স্থাপনাকে সরক্ষা দেয়।
- মরের ভেতরের রঙ হিসেবে ভিন্টেম্পার, প্লাস্টিক পেইন্ট বেশ জনপ্রিয়। ভিন্টেম্পার তুলনামূলক কম খরচ ও বিভিন্ন রক্ষে পাওয়া যায়, অনাদিকে প্লাস্টিক পেইন্ট-এ ভিন্টেম্পার-এর চেয়ে খরচ কিছুটা বেশি হলেও মসৃণতা বেশি এবং দেয়ালের সরক্ষায় বেশি কার্যকরী।
- ঘরের ভেতরে উজ্জলতা বাড়াতে মসৃণ লাক্সারী সিদ্ধ
 ইজি ক্লিন রঙ ব্যবহার করা হয়। এগুলো সহজে
 পরিষ্কার করা যায় এবং ঘরকে দক্ষিনন্দন করে।
- পারি লাগতে পারে এমন জায়ুগাতে মেরিন পেইণ্ট বা এনামেল পেইণ্ট বাবহার করা হয়, এছাড়া সকল মেটালেও এনামেল বা স্পের সাহায্যে এনামেল পেইণ্ট বাবহার করা যেতে পারে।
- ঘরের ভেতরে ব্যবহৃত কাঠের দরজা জানালায় বার্নিশ করা হয়, এই বার্নিশ লিকার ও স্পিরিট পর্নিশ নামে পরিচিত। লিকার পর্নিশ মেশিনে করা হয় আর স্পিরিট পর্নিশ হাতে করা হয়। কাঠ ও বোর্ডের কাজের য়ুয়ীয়ু বাড়াতে ও উজ্জলতা ধরে রাখতে অবশ্যই য়থাসময়ে বার্নিশ করে নিতে হবে।



অগ্নি দুর্ঘটনা মূলত ঘটে থাকে সক্ততনতার অভাবে এবং অন্যান্য অসাবাধনতার ফলে। বাড়ি বানানোর সময় আমরা ছোটিখাটো অনেন্দ বিষয় এড়িয়ে ঘাই, যেখান থেকেও ঘটতে পারে অগ্নি দুর্ঘটনা। কাজেই এসব বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরী। অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আমরা চলুন বিস্তারিত জেনে রেই।

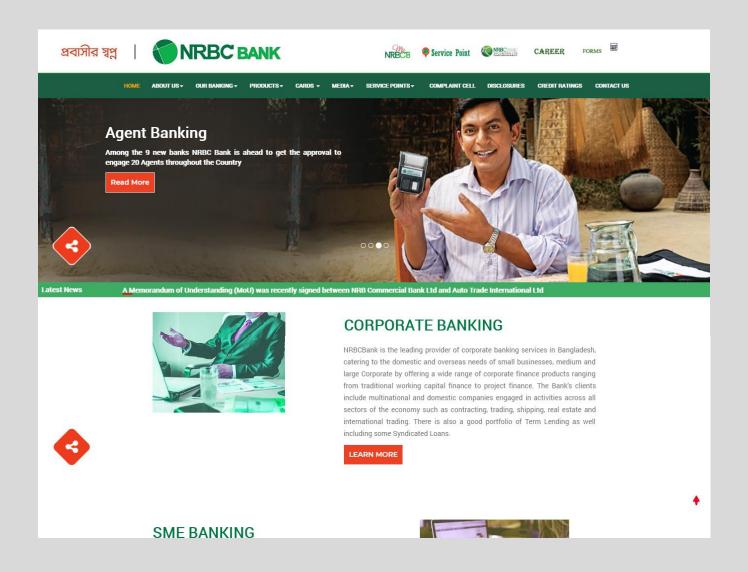
অগ্রিকান্ডের প্রধান কারণ গুলো হচ্ছেঃ

- চলার আগুন, মোমবাতি, মশারকয়েল, সিগারেট।
- বৈদ্যতিক শক সার্কিট বা বজপাত।
- নিমুমানের বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার।
- কমস্টাকশন কাজে ওয়েন্ডিং থেকেও আগুন ধরতে পারে।

অগিকান্ড প্রতিরোধে যা করতে হবেঃ

- 🕨 অসাবধানেই আগুন ধরে, কাজেই সচেতন হতে হবে।
- বাসায় ইলেকট্রিক দ্রব্য, লাইটার, মোমবাতি, সিগারেট সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।
- রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে।
- চুলা বন্ধ করা হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত হয়ে নিন।
 আর সবসময়েই চুলা ঝ্বালানোর আগে অবশ্যই রান্না
 ঘরের দরজা–জানালা কিছুন্ধণ খলে রাখন।
- বাসা বা অফিসের আপেপালে ইন্ডার্সিট্রয়াল কাজে ব্যবহৃত কেমিক্যাল বা দাহ্যজাতীয় কোন কিছু রাখবেন লা
- ভালোমানের ইলেকট্রিক ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে।
 সম্বর্গ স্থান প্রবং স্থানার ফিটিকটার প্রবার্থ
- সম্ভব হলে স্মোক এবং ফায়ার ডিটেক্টেড এলার্ম বসাতে হবে।
- দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে বছরে অন্তত দুইবার বৈদ্যুতিক মেইন লাইনে কোনও ভুল ব্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- বাসায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করা উচিত।
- আগুনের ধরণভেদে ফায়ার এক্সটিংগুইশার বিভিন্ন ধরনের ধরনের হয়ে থাকে।
- বাসায় ব্যবহারের জন্য "ABC" টাইপ ফায়ার এক্সটিং
 -গুইশার নির্বাচন করা উচিত।
- বাসার সদস্যরা সবাই সহজে পৌছাতে পারে এমন একটি কমন জায়গায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা উচিত।
- ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এর গায়ে লেখা থাকে এবং বাসার সদস্যদের ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখে নেওয়া উচিত।
- এক্সটিংগুইশারের গায়ে এক্সপায়ারি ভেট দেওয়া থাকে, যোটি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মেয়াদোরীর্ণাটা ব্যবহার করা উচিত নয়।

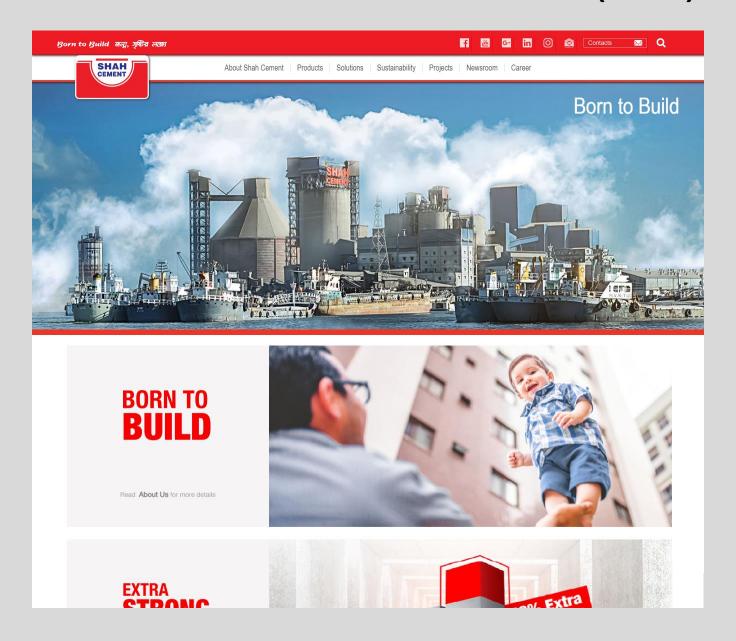
PORTFOLIO – WEB UX – NRBC BANK (2013)



PORTFOLIO – WEB UX & UI – EMACO GLOBAL (2016)



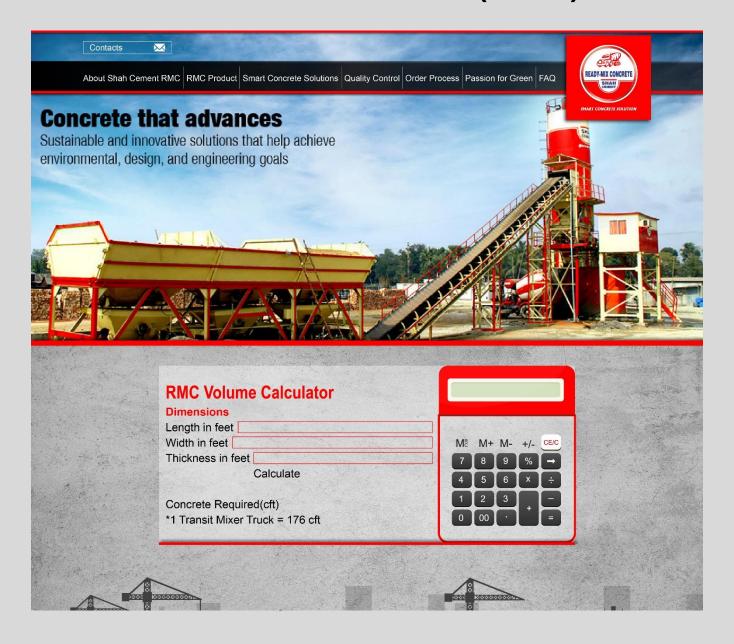
PORTFOLIO – WEB UX – SHAH CEMENT CORPORATE (2017)



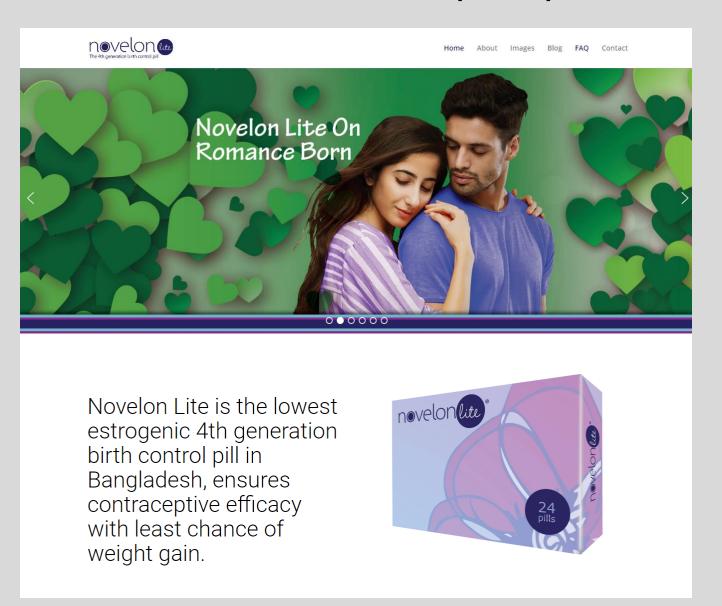
PORTFOLIO – WEB UX – SHAPTAK GRIHAYAN (2017)



PORTFOLIO – WEB UX – SHAH CEMENT RMC (2018)



PORTFOLIO – WEB UX & UI – NOVELON LITE (2019)



THANK YOU

